ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

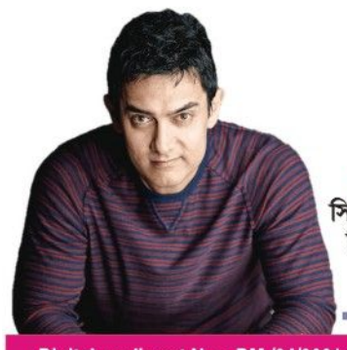

সাবেক স্ত্রীর সিনেমায় প্রযোজক হিসেবে থাকছেন আমির খান

পৃঃ ৫

এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড গড়লেন রোহিত

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৫৭ ● কলকাতা ● ৩০ ভাদ্র, ১৪৩০ ● রবিবার ● ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে থেকেই

লড়াইয়ের সুর বাঁধলেন সোনিয়া, কংগ্রেসের ঐক্যের বার্তা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচন ২০২৪-এর আগে ঐক্যের বার্তা দিলেন সোনিয়া গান্ধী। ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে থেকেই কংগ্রেস লড়াই চালাবে বলে জানালেন তিনি। কংগ্রেস নেতাদের ঐক্যের বার্তা দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, এক জোট হয়েই হারাতে হবে বিজেপিকে।মুম্বইয়ে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে রেজোলিউশনেই লেখা হয়েছে, আমরা যতদূর সম্ভব একসঙ্গে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। সর্বত্রই হয়তো একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দেওয়া সম্ভব হবে না, কিন্তু যতটা সম্ভব এক হয়ে লড়তে হবে আমাদের। খুব শীঘ্রই আসন সমঝোতা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তারপর সমন্বয় কমিটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারপর সোনিয়া গান্ধীও সেই একতার বার্তা দিলেন।

এরপর ৩ পাতায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হ"ছ যে আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ "বিশ্বকর্মা পূজা" উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে, তাই ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশন হবে না আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে স্পেন সফরকারী সাংবাদিকদের নিয়ে 'কুৎসা',

কড়া ব্যবস্থা নেবে রাজ্য সরকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বঙ্গে লগ্নি টানতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে রয়েছেন স্পেন সফরে। তাঁর সঙ্গী বাংলা সংবাদমাধ্যমের একদল সাংবাদিক । আর এবার বিরোধীদের নিশানায় তাঁরাই। বিরোধী মহল থেকে তাঁদের উদ্দেশে কুতসা রটনা চলছে। বলা হচ্ছে, সাংবাদিকরা নাকি সরকারের অর্থে স্পেন ও দুবাই সফরে গিয়েছেন। সাধারণ মানুষ আসল ঘটনা জানেন না। তাঁদের মধ্যে ভুল ধারণা তৈরির চেষ্টা করেছে এরা। তার প্রতিক্রিয়ারও মুখোমুখি এবার হতে হবে। সংশ্লিষ্ট মহলের পর্যবেক্ষণ, এই মিথ্যাচারীরা বহুদিন থেকেই সক্রিয়। এতদিন উপেক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু এবার কুতসা, নোংরামি, মিথ্যাচার সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। গল্পের গরু গাছে উঠেছে। এর বিরুদ্ধেই কড়া পদক্ষেপ করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।এই কথা জনমানসে ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করছে বলে মনে করে সংশ্লিষ্ট মহল। মাদ্রিদে বসে বিষয়টি কানে পৌঁছনোর পরই সাংবাদিকরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনিও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হয়েছে, যাঁরা এসব নিয়ে কুতসা রটাচ্ছে, তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তর তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ করবে। রেয়াত করা হবে না একজনকেও।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এহেন বিভ্রান্তিমূলক প্রচার, কুতসা রটনা কারা করছে? জানা যাচ্ছে, এর নেপথ্যে রয়েছেন এক ইউটিউবার, যিনি নিজেকে বিজেপি (BJP) বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। তাঁর সঙ্গে বিজেপির কিছু 'অতৃপ্ত আত্মা', যারা ঘরে-বাইরে দু'জায়গাতেই ধিকৃত। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জনা কয়েক সিপিএম নেতা, রাজনৈতিকভাবে যারা শূন্যে নেমে গিয়েছেন, অস্তিত্ব শুধু

এরপর ৩ পাতায়

নারদায় সবাই গ্রেফতার হোক',

'কেউ বললেই তো আর ধরবে না', অভিষেকের পাল্টা সৌগত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিয়োগ দুর্নীতির আবহে বারংবার শিরোনামে উঠে আসছে 'সেই' নারদাকাণ্ড। প্রায় তিন বছর পর ফের তদন্তের অগ্রগতি বাড়াচ্ছে সিবিআই। সম্প্রতি নারদাকাণ্ডের নেপথ্যে থাকা ম্যাথু স্যামুয়েলকে তলব করেছে সিবিআই। ওদিকে গত বুধবার বুধবার, নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ইডি-র জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়ার পর, একেবারে প্রকাশ্যে সংবাদমাধ্যমের সামনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে উঠে এসেছে নারদা প্রসঙ্গ!এবার অভিষেকের সেই মন্তব্য প্রসঙ্গে মুখ খুললেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় শাসকদলের এই তাবড় নেতাও নারদকাণ্ডে অভিযুক্ত। সৌগত বলেন, ' আজ থেকে পাঁচ বছর আগে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই। তদন্ত এগোয়নি, আমি কি করব? অভিষেক যা ঠিক মনে করেছে, তাই বলেছে! অ্যারেস্ট তো সঙ্গে সঙ্গে করে না, যেই বলুক না কেন! জিজ্ঞাসাবাদ করে আপত্তিকর কিছু পেলে তবেই অ্যারেস্ট করবে।'

প্রসঙ্গত, নারদ স্টিং

এরপর ৩ পাতায়

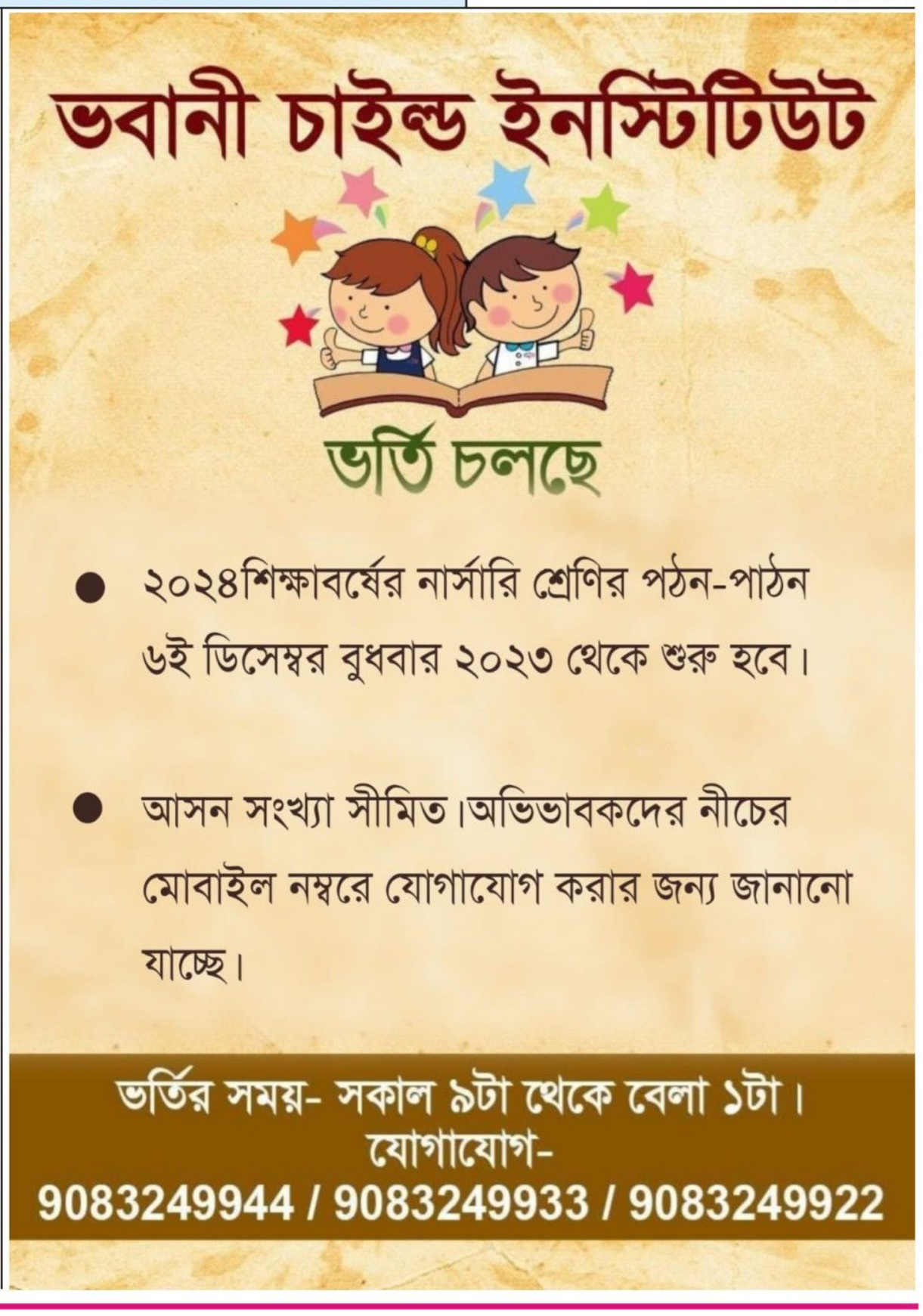

সাংবাদিক দেবমাল্যর মুক্তি চাই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রতিবাদী কণ্ঠ নিয়ে চিরটাকাল অস্বস্তিতে থাকে শাসকদল। সে হিটলারই হোক, স্তালিনই হোক, মাও হোক বা ইন্দিরা গান্ধী। প্রত্যেক ক্ষমতাধর শাসকের কাছে প্রশ্ন করা মানুষগুলো বড্ড খারাপ, বড্ড ওঁচা। নামে বিরাট গণতন্ত্র, কিন্তু খোদ আমেরিকাতেও রাতবিরেতে সাংবাদিককে তুলে জেলে পোরার ঘটনা ঘটেছে বইকী। কারখানায় কর্মরত কিছু শ্রমিকদের সঙ্গে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের কথাবার্তা হচ্ছিল। বিপ্লব হয়ে গেছে, সোভিয়েত রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবার লেনিন বিভিন্ন রচনায় লিখছেন বিপ্লবের পরে কী করিতে হইবে, এই রকম কিছু লেখা। তো জিজ্ঞেস করেছিলেন এক শ্রমিককে, তোমাদের সংগঠনের খবর কী হে? লেনিনকে সেই শ্রমিক বলেছিল, বিপ্লব হয়ে গিয়েছে, শ্রমিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সংগঠন আর কী করবে? লেনিন বলেছিলেন শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার লড়াই করবে, যতদিন শ্রেণি আর রাষ্ট্র আছে, ততদিন শ্রেণির লড়াইটা শ্রেণিকে লড়ে যেতেই হবে। হ্যাঁ, অমন রুশ বিপ্লবের পরেও লেনিনের কথায় শ্রমিক স্বার্থরক্ষার লড়াই লড়ে যেতে হয়। সে লড়াই বন্ধ হয়েছিল, ফলাফলও আমাদের জানা। আর এ তো এক সাধারণ সরকারের পরিবর্তন, কিন্তু সেই পরিবর্তন যাঁরা আনলেন, সব্বাই এখন ঘুমিয়ে কাদা। সেই সুযোগে রাষ্ট্র কাড়ছে গণতান্ত্রিক অধিকার, এর বিরুদ্ধে কথা বলতেই হবে, বলতেই হবে যে অবিলম্বে নিঃশর্তে সাংবাদিক দেবমাল্য বাগচীর মুক্তি চাই। ক্ষমতা প্রতিবাদকে ভয় করে, প্রশ্নকে এড়াতে চায়। আমাদের আপাতত চৌকিদার তো এই বিষয়ে তাঁদের গুরুদেব হিটলারের সমগোত্রীয়। কঠিন প্রশ্নের সামনে মুখে অসম্ভব দেখে নেব ট্যাগ ঝুলিয়ে জল খেয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে তিনি স্বাধীন সাংবাদিকদের সামনে বসেন না। এই প্রথম এক দেশের প্রধানমন্ত্রী যিনি কোনও প্রেস কনফারেন্স করেন না কারণ ওই যে প্রশ্ন। তাঁর আমলে প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স নেমেছে, সাংবাদিক খুন হয়ে গিয়েছে, আর আপাতত সাতজন সাংবাদিক জেলে গিয়েছেন। ইরান, মায়ানমার, বেলারুশ, চীন, টার্কির পরেই ভারতের নম্বর, ওই সাংবাদিকদের জেলে পোরার হিসেবে। সিদ্দিক কাপ্পান ২ বছর পরে ছাড়া পেয়েছেন, তিনি উত্তরপ্রদেশের হাথরসের ঘটনার হদিশ পেতে সেখানে যাচ্ছিলেন। এই সাংবাদিককে জেলে পোরা হয়, তারপর ২ বছর ২ মাস পরে ছাড়া পেয়েছেন। গৌতম নওলাখা, ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলির কনসাল্টিং এডিটর, তিনি গত তিন বছর ধরে জেলে ছিলেন, এখন গৃহবন্দি। মানান দার জম্মু কাশ্মীরের সাংবাদিক দেড় বছরের মতো জেলেই ছিলেন, সৈয়দ গুল, ফহাদ শাহ, কাশ্মীর ওয়ালা পোর্টালের সাংবাদিক, এদেরও জেলে পোরা হয়েছিল। আমরা এসবের বিরোধিতা করি, নরেন্দ্র মোদি বা বিজেপি বিরোধী দলের মানুষজন এর বিরোধিতা করেন। কিন্তু যদি সেই একই ঘটনা এই রাজ্যতেও হয়? তাহলে কি আমরা চুপ করে থাকব? কিছু বলব না? একজন সাংবাদিককে যদি অন্যায়ভাবে জেলে পোরা হয়, তাহলে আমরা কথা বলব না? বিষয় আজকে সেটাই, সাংবাদিক দেবমাল্য বাগচীর মুক্তি চাই। দেবমাল্যর দোষটা কোথায়? স্থানীয় তোলাবাজদের সিন্ডিকেটে না থেকে ক্ষমতাকে প্রশ্ন করা? প্রশ্ন করা কেন বেআইনি চোলাইযন্ত্রের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মানি আর মাসল? টাকা, ক্ষমতা? স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা আর পুলিশ? প্রশ্ন করলেই অন্য কাউকে দিয়ে একটা মামলা করা হবে, সেই মামলায় পুরে দেওয়া হবে জেলে, এরকমই চলবে? সে মানুষ খুন করেনি, তার ঘর থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আর জমির দলিল মেলেনি, তার বেআইনি কোম্পানি নেই, সেখানে গরুপাচার বা কয়লা পাচার হত না। তাহলে? সে এখনও জেলে, ১০ দিন হয়ে গেল, সে জেলে, তার স্ত্রী আছে, কন্যা আছে, সামাজিক মর্যাদা আছে। এটুকু বজায় রেখে যদি সাংবাদিকতা না করা যায়, তাহলে কীসের পরিবর্তন? আমরা জানি না? স্থানীয় নেতাদের কতটা সমর্থনে চোলাই কারখানাগুলো চলে, ব্লাডারে, জ্যারিকেনে, পাউচে ভরে সে চোলাই যখন ছড়ায় বিভিন্ন প্রান্তে তখন পুলিশের কতটা যোগসাজশ থাকে তা কি আমরা জানি না? না কি পুলিশ অফিসারেরা জানেন না, না কি আমাদের মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীরা জানেন না? জানেন না সেই পরিবর্তনের পক্ষে এখনও প্রেস ক্লাবে এসে বতসরান্তে প্রতিবাদ ঠুকে যাওয়া বুদ্ধিজীবীরা? জানেন না সংবাদপত্রের হনুরা? ক'টা এডিটোরিয়াল বের হল? কতজন প্রতিবাদ করলেন? চোখের সামনে সম্পূর্ণ নির্দোষ একটি ছেলে জেলে, কেন? কারণ সে বেআইনি চোলাই মদ নিয়ে খবর করেছিল। ক'দিন পরে এখানে বিষ চোলাইয়ে মারা গেলে খবর হত, ছেলেটি তার আগেই করেছে, সে জেলে। এর বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হবে, হবেই, সেই জনমতকে বিজেপি কাজে লাগাবে, সেটাও স্বাভাবিক। কিন্তু সংবাদমাধ্যমের উপর এই আক্রমণ মেনে নেওয়া কোনওভাবেই সম্ভব নয়। আমরাও চাই দেবমাল্যর নিঃশর্ত মুক্তি। আমরা আমাদের দর্শকদের প্রশ্ন করেছিলাম, বিজেপি সরকারের সংবাদমাধ্যমের উপর প্রতিনিয়ত তীব্র আক্রমণ আমরা জানি, কিন্তু খবর করার অপরাধে মমতা সরকারের আমলেই সাংবাদিক গ্রেফতারের ঘটনাকে আপনারা কীভাবে দেখছেন?

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

জিনিয়াস কনসালট্যান্টস লিমিটেড তার ৩১ তম বছরের

শ্রেষ্ঠতার উদযাপন-এর সাথেই বিদেশে সম্প্রসারণ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনার ঘোষণা করেছে

Kolkata, 15th September 2023: নিউজ সারাদিন : জিনিয়াস কনসালট্যান্টস লিমিটেড, ওয়ার্ক ফোর্স স্টাফিং এবং এইচআর সার্ভিসেস শিল্পের একটি শীর্ষস্থানীয় নাম, ২৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখে তাদের প্রতিষ্ঠা দিবস স্মরণে ১৫ ই সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে অতুলনীয় সাফল্য এবং উদ্ভাবনের ৩১ বছর উদযাপন করেছে। ১৯৯৩ সালে কলকাতায় একটি শ্রমিকদল, নগণ্য অবকাঠামো, কিন্তু ভবিষ্যতের দৃষ্টি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত; জিনিয়াস কনসালট্যান্টস সারা ভারতে ১৫ টি অফিস, ৫৫০+ কর্মী, ৭০০০০ হাজারের ও বেশি সহযোগীদের একটি নিবেদিত শ্রমিকদল এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি উপভোগ করে। এই ঐতিহাসিক ইভেন্টটি আমাদের যাত্রাকে প্রতিফলিত করার, মূল অবদানকারীদের সম্মান জানানোর এবং মিঃ যাদব এবং জিনিয়াস কনসালট্যান্টস লিমিটেডের অসাধারণ যাত্রার উপর একটি কফি টেবিল বই "দ্য জেনেসিস অফ এ জিনিয়াস" চালু করার একটা সুযোগ আছে।

ইভেন্টটি বিদেশী এবং জাতীয় আঞ্চলিক সম্প্রসারণ পরিকল্পনা এবং তাদের ওভারসিজ স্টাফিং এবং রিক্রুটমেন্ট শাখার লঞ্চ ঘোষণার সাথে সংস্থার বৃদ্ধিকে চিহ্নিত করে। কলকাতার ম্যারিয়ট বাই ফেয়ারফিল্ড সম্মানিত ক্লায়েন্ট, নিবেদিত কর্মচারী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একত্রিত করে সন্ধ্যার সূচনা হয়। ইভেন্টটি জিনিয়াস কনসালটেন্টস লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ আরপি যাদবের সাথে শুরু হয়েছিল, উনি সম্মানিত অতিথিদের সাথে প্রতীকীভাবে প্রদীপ জ্বালানোর জন্য মঞ্চ ভাগ করেছিলেন, এটি একটি অসাধারণ সন্ধ্যার সূচনা চিহ্নিত করে।

শ্রোতাদের সাথে একটি স্পষ্ট বক্তৃতা এবং অনুপ্রেরণামূলক আলোচনার মাধ্যমে, মিঃ যাদব তার অন্তর্দৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতাগুলি শেয়ার করেন। তিনি উদ্যোক্তা এবং তার অসাধারণ যাত্রার পেছনের রহস্য সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দেন। ইভেন্টটি "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং এইচআর শিল্পের ভবিষ্যতের উপর এর প্রভাব" এর উপর একটি অনুপ্রেরণামূলক প্যানেল আলোচনার মাধ্যমে অব্যাহত ছিল যেখানে প্যানেলিস্ট হিসাবে বিখ্যাত শিল্প বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। প্যানেল আলোচনা সঞ্চালনা করেন মি. নাদীম কাজিম, সিইও এবং ফাউন্ডার স্প্ল্যাশ এইচআর ওয়ার্কস। বিশিষ্ট প্যানেলে আরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন - মি. রুচির ঝিংরান - ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং হেড এইচআর, আইটিসি লিমিটেডে এর পার্সোনাল কেয়ার বিসনেস, মিস রোহিনী মির্ডওয়ালু ডিজিএম, সিএন্ডবি এবং এইচআর স্ট্র্যাটেজি, ম্যাক্স হেলথকেয়ার, এবং মি. সুব্রত রানা, সিইও এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ইকে দেব সলিউশনস এন্ড টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড।

সন্ধ্যার হাইলাইট ছিল "দ্য জেনেসিস অফ এ জিনিয়াস" শিরোনামে একটি কফি টেবিল বইয়ের উন্মোচন, এটি একজন সংবাদপত্র বিক্রেতা থেকে মানবসম্পদ ভ্রাতৃত্বে একটি বিশিষ্ট নাম হয়ে ওঠার জন্য মি.যাদবের অনুপ্রেরণামূলক যাত্রার বর্ণনা করে। এই আকর্ষণ বইটি তার জীবন, সংগ্রাম, স্বপ্ন এবং এইচআর, রিক্রুটমেন্ট এবং স্টাফিং-এ সাম্রাজ্য গড়ে তোলার জন্য তার সহজ পদ্ধতির গল্প বলে। সন্ধ্যায় চক্রান্তের সাথে বিনোদনের ছোঁয়া যোগ করে, ইন্ডিয়া'স গট ট্যালেন্টের টিসি দ্য মেন্টালিস্ট একটি চিত্তাকর্ষক পারফরম্যান্স দিয়েছে।

একই বিষয়ে মন্তব্য করে, জিনিয়াস কনসালট্যান্টস লিমিটেডের ফাউন্ডার, চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ আর পি যাদব তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বলেন, "এই ৩১ বছর পরিবর্তন এবং বৃদ্ধির একটি অসাধারণ যাত্রা। নিচু শুরু থেকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পর্যন্ত, আমাদের অবিশ্বাস্য দলের উৎসর্গ এবং কঠোর পরিশ্রম, আমাদের গ্রাহকদের বিশ্বাস এবং আমাদের অংশীদারদের সমর্থনের কারণে এটি সম্ভব হয়েছে। "'দ্য জেনেসিস অফ এ জিনিয়াস'-এর সূচনা হল স্বপ্ন এবং সংকল্পের শক্তির একটি প্রমাণ। আমরা যখন নতুন দিগন্তের দিকে তাকাই, আমরা ভবিষ্যত এবং আমাদের সামনে যে সুযোগগুলি রয়েছে তা নিয়ে আমরা উত্তেজিত। এই অবিশ্বাস্য যাত্রার অংশ হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

জিনিয়াস কনসালট্যান্টস লিমিটেড, তার ৩১তম বার্ষিকী উদযাপন করছে, বিদেশে তার উপস্থিতি প্রসারিত করতে এবং ভারত জুড়ে তার বৃদ্ধির গল্প চালিয়ে যাওয়ার জন্য উন্মুখ। ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে, সংস্থাটি আইএনআর ১৫০০ কোটি টাকার টার্নওভার অর্জন করেছে এবং একটি বিদেশী নিয়োগ এবং স্টাফিং উল্লম্ব চালু করেছে।

ব্লকের কৈমা ও মহুলি গ্রাম দুটিকে

স্বজল গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করলেন পঞ্চায়েত প্রধান

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: নিউজ সারাদিন : স্বজল গ্রামের মর্যাদা পেল গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের দুটি গ্রাম, ব্লকের বেলিয়াবেড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কৈমা ও মহুলি গ্রামকে স্বজল গ্রাম হিসাবে ঘোষণা করল স্থানীয় প্রশাসন।

উল্লেখ্য, নির্মল গ্রামের পর এবার সরকারের লক্ষ্য স্বজল গ্রাম। ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে কেন্দ্রের জল জীবন মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িতে নলের দ্বারা পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরী দফতর। গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে যাবে বিশুদ্ধ পানীয় জল, জল নিয়ে কোন অসুবিধা থাকবে না। সেই মতো ইতিমধ্যে যেসব গ্রামে প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। দূরিভূত হয়েছে পানীয় জলের সমস্যা সেইসব গ্রাম ঘোষিত হবে স্বজল গ্রাম হিসেবে।

প্রথম পর্যায়ে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে গোপীবল্লভপুর -২ ব্লকের শিবানন্দপুর, নাকীপাড়া,কইমা, পাল কইমা, মহুলি গ্রাম গুলিকে সজল গ্রাম ঘোষণা করার ব্যাবস্থা করা হয়েছে।কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় আজকে গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের কৈমা, মুহূলি গ্রাম কে সজল গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করলেন বেলিয়াবেড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অসীমা রায়।

এদিন গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে এক বিশেষ সভার মধ্য দিয়েই সজল গ্রাম ঘোষণা হয়।

উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন বেলিয়াবেড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত প্রধান অসীমা রায়, ব্লক প্রজেক্ট মেনেজার রীতা দাস দত্ত, IEC এক্সপার্ট মৈনাক চ্যাটার্জী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সমাজসেবীরা।

ভারত থেকে এসেছি', জগিংয়ের ফাঁকে মাদ্রিদে

স্থানীয়দের সঙ্গেও আলাপচারিতা মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে পারেন তিনি। রাস্তায় নামলেও পেরে ওঠেন না অনেকেই। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদেও তার অন্যথা হল না। সাতসকালে ফের সেখানে জগিংয়ে বেরোলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বরাবরের মতো শনিবারও শাড়ি, হাওয়াই চটি এবং শাল গায়েই মাদ্রিদে শরীরচর্চা সারলেন তিনি। রাজ্যে বিনিয়োগ টানতেই ১১ দিনের মাদ্রিদ সফরে গিয়েছেন মমতা। শুক্রবারও সেখানকার শিল্পজগতের ৭২ জন প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। আগামী নভেম্বর মাসে হতে চলা বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মাদ্রিদ থেকে রাজেয় বিনিয়োগে বড় ঘোষণা করেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। শালবনিতে ইস্পাত কারখানায় বিনিয়োগ করবেন বলে জানিয়েছেন।

এসবেরই ফাঁকে মাদ্রিদের রাস্তায় খোশ মেজাজে দেখা যাচ্ছে মমতাকে। এর আগেও, সফরের দ্বিতীয় দিনে মাদ্রিদের রাস্তায় জগিং সারেন তিনি। রাস্তায় এক শিল্পীর থেকে চেয়ে অ্যাকর্ডিয়নে সুর তোলেন 'আমরা করব জয়' গানটির। শুক্রবারও ব্যবসায়ী এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে আলোচনার ফাঁকে পিয়ানোয় 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে' বাজান তিনি।সপ্তাহান্তে ছুটির মেজাজ স্পেনের রাজধানীতে। সাইকেল, স্কেটিং বোর্ড নিয়ে সকাল সকালই তাই বেরিয়ে পড়েন বহু মানুষ। রাস্তায় নেমে হাঁটাহাঁটির পাশাপাশি দৌড়তেও দেখা যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের। ছুটির মেজাজে খোশগল্পও সারছিলেন তাঁরা। সেই আবহে এদিন সকালে আবারও মাদ্রিদের রাস্তায় নামলেন মমতা। স্থানীয়দে সঙ্গে সারলেন আলাপচারিতাও।

শাড়ি এবং শাল গায়ে দিয়েই এদিন রাস্তায় নামেন মমতা। ঠান্ডা থেকে বাঁচতে গায়ে ছিল শালও। প্রথমে কিছুদূর হেঁটেই পেরোন। তার পর শুরু করেন জগিং। ঘাম ঝরতে শুরু করলে খুলে ফেলেন শাল। তার পরিবর্তে গায়ে জড়িয়ে নেন শাড়ির আঁচল। মমতার সঙ্গে এদিনও রাস্তায় নামেন তৃণমূলের রাজ সম্পাদ কুণাল ঘোষ-সহ বাকিরাও। তাঁরাও সঙ্গ দেন মমতাকে।

এদিন রাস্তায় নেমে স্থানীয়দের সঙ্গে পরিচয়ও সারেন মমতা। শাড়ি পরিহিত মমতাকে দেখে কৌতূহলীদের ভিড় জমে। নিজে থেকেই আলাপ করেন মমতা। হাত তুলে নমস্কার করেন প্রথমে। তার পর জানান, ভারত থেকে এসেছেন। কলকাতায় থাকলেও, রোজ সকালে শরীরচর্চা করেন মমতা। জেলা সফরে অনায়াসে হেঁটে যান মাইলের পর মাইল। মাদ্রিদে গিয়েও তার ব্যতিক্রম হল না।

১-ম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে স্পেন সফরকারী সাংবাদিকদের নিয়ে 'কুতসা', কড়া ব্যবস্থা নেবে রাজ্য সরকার

সোশাল মিডিয়ায় মিথ্যাচারে। এবার বুঝে নেওয়া দরকার রটনা এবং আসল ঘটনার পার্থক্য। রটনা হল এই যে, মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী সাংবাদিকরা সরকারি অর্থে স্পেন গিয়েছেন। আর ঘটনা হল, এই সাংবাদিকদের পাঠিয়েছে নিজের নিজের হাউস। অর্থাত, যাঁরা যে সংবাদমাধ্যমের কর্মী, সেই সংবাদমাধ্যমই তাঁদের এই সফরের খরচ বহন করছে। সরকারের অর্থে যাওয়ার খবর সর্বৈব মিথ্যাচার, ইচ্ছাকৃত রটনা এবং জনমানসে নেতিবাচক ধারণা তৈরির চেষ্টা।

এসব রটনার জন্য যারা দায়ী, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তর। তাদের পর্যবেক্ষণ, এই বক্তব্য ডাহা মিথ্যাচার, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কুতসা। সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ। সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা। সাংবাদিকদের সম্বন্ধেও ভুল ধারণা তৈরি করা। কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে? এই কুরুচিকর মিথ্যাচার যারা করছেন, তাদের উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। যারা এসব নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তর। ব্যবস্থা নেওয়ার সময় কান্নাকাটি করা এবং 'না জেনে করেছি' - এসব বলে বিশেষ কোনও লাভ হবে না। ফৌজদারি ও অপরাধমূলক - দুই ধরনের মামলাই এবার হতে চলেছে।

১-ম পাতার পর

নারদায় সবাই গ্রেফতার হোক', 'কেউ বললেই তো আর ধরবে না', অভিষেকের পাল্টা সৌগত

অপারেশনের ফুটেজে সেই সময়ের যে সকল তৃণমূল নেতা মন্ত্রীদের টাকা নিতে দেখা গিয়েছিল তারা হলেন, সৌগত রায়, কাকলি ঘোষদস্তিদার, মুকুল রায়, পুসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরূপা পোদ্দার, শোভন চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, ফিরহাদ হাকিম, শুভেন্দু অধিকারী, ইকবাল আহমেদ, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সুলতান আহমেদ। ছিলেন আইপিএস অফিসার এসএমএইচ মির্জা।সেদিন সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নের মধ্যে উঠে আসে সম্প্রতি নারদা কাণ্ডে সিবিআই ততপরতার প্রসঙ্গ। সেই বিষয়ে প্রশ্ন করলে জবাবে অভিষেক বলেন, "নারদা কাণ্ডে যাদের টাকা নিতে দেখা গিয়েছে সবাইকে গ্রেফতার করা হোক। শুরুটা হোক শুভেন্দুকে দিয়ে।"

অভিষেক বলেছিলেন, "শুভেন্দুকে টিভি ক্যামেরার সামনে টাকা নিতে দেখা গিয়েছে। অথচ এখনও কোনও বিচারপতি বলেননি, ওকে ডেকে পাঠাও। যারা নারদায় অভিযুক্ত তাদের সবাইকে গ্রেফতার করা হোক। আর শুরুটা হোক শুভেন্দুকে দিয়ে।" অভিষেকের এই এক কথাতেই তোলপাড় পড়ে যায় গোটা রাজ্যে।

১-ম পাতার পর

ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে থেকেই লড়াইয়ের সুর বাঁধলেন সোনিয়া, কংগ্রেসের ঐক্যের বার্তা

সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বলেন, তাদের একত্রিত হতে হবে। সংবিধান ও গণতন্ত্র বাঁচাতে আমদের একত্রিত হওয়া দরকার। গোটা দেশকে এই লড়াইয়ে একত্রিত করতে হবে। এই সংকল্প নিয়ে এগনোর কথাই এদিন প্রতিধ্বনিত হয় সোনিয়া গান্ধীর মুখে।ঐক্যকে দৃঢ় করতে হবে দলের প্রত্যেকের মধ্যে। দলের সবাইকে সংকেত পাঠাতে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বেছে নেন।তিনি বলেন, বিজেপির বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ার মঞ্চে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। মুম্বইয়ে জোটের তৃতীয় বৈঠক ও এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ারের বাসভবনে সমন্বয় কমিটির প্রথম বৈঠকের কয়েকদিন পরেই এ কথা ফলাও করে বলে দিলেন সোনিয়া গান্ধী।

তিনি বলেন, কিছু রাজ্যে আসন ভাগাভাগি বাকি, তা নিয়ে সমস্যা হতে পারে। সেইসব প্রতিকূলতা থাকলেও ঐক্যে অটল থাকতে হবে বলে তিনি বার্তা দিলেন। পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি ও পঞ্জাবের জন্য এটি সবথেকে কঠিন বলে স্বীকার করে নিয়েও ঐক্যের সুরই বেঁধে দিয়েছেন।

মুম্বইতে বৈঠকের পরে ইন্ডিয়া জোটের দলগুলিও বলেছিল, তারা ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে যতটা সম্ভব একসঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। কিছু রাজ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে সমস্যা হবে তা জানা সত্ত্বেও একতার রাস্তাই নিয়েছে সবাই। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি তথা এনডিএ-বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে লড়তে এক মঞ্চে এসেছে ২৮টি দল। শুধু একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্তই নয়, মুম্বইয়েপ বৈঠকে তৈরি হয় নতুন স্লোগানও। 'জুড়েগা ভারত, জিতেগা ইন্ডিয়া' স্লোগান নিয়ে এবার ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে প্রস্তুত ইন্ডিয়া।

ছদ্মবেশে বিডিও এসে ধরল জাল কারবারিদের, নদিয়ায় গ্রেফতার দুই

নদিয়া: নিউজ সারাদিন : রাত তখন ৯টা বাজে। তেহট্টের বাজারে তখন ভিড় হাল্কা হয়ে এসেছে। বাজারে একটি দোকানে এসে দাঁড়ালেন এক মধ্য বয়স্ক। তার পরনে একটা পাজামা আর ছেঁড়া গেঞ্জি। কাঁধে একটা গামছা। দোকানে গিয়ে বললেন তাঁর বিড়ি শ্রমিকের কার্ড চাই। জেরক্সের দোকেনের মালিক জানিয়ে দেন পাওয়া যাবে।গোপন সূত্রে ওই ডেরার খোঁজ পেয়েছিলেন বিডিও শুভাশিস মজুমদার । তিনি জানতে পারেন, একটি জেরক্সের দোকান থেকে বিড়ি শ্রমিকদের দেওয়া হচ্ছে ব্যাক ডেটের কার্ড। সেই কার্ডে এমনকী এসডিওর নাম দিয়ে সইও করা থাকছে। দেখে বোঝাই যাবে না, যে শংসাপত্রটি জাল। এরপরেই বিডিও ছদ্মবেশে ওই জেরক্সের দোকানে হানা দেন। হাতে নাতে ধরা পড়ে ওই জাল চক্রের এক পান্ডা। সেখানে থেকে প্রচুর জাল নথিও উদ্ধার হয়।

জানা গেছে, ধৃত জেরক্সের দোকানের মালিক জয়ন্ত মিস্ত্রি। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বহু তথ্য উঠে আসে পুলিশের হাতে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে বেতাই নতুনপাড়ায় বিশ্বজিত দাস নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে হানা দিয়েছে পুলিশ। সেখানে থেকে জাল সার্টিফিকেট, জাল স্ট্যাম্প, ৫০ হাজার টাকাও উদ্ধার হয়। জানা গেছে বিশ্বজিত একটি স্কুলের প্যারা টিচার হিসাবে কর্মরত। এরপরেই ওই দোকানের মালিকের সঙ্গে নানান কথা বলতে থাকেন ওই ব্যক্তি। তাঁকে কথায় কথায় দোকান মালিকও বলতে থাকেন তাঁর কাছে আধার কার্ড, রেশন কার্ড, জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র সবই পাওয়া যায়।

দোকানদার তাঁকে এও জানান, টাকা পয়সা নিলে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের সই-সিলমোহর পাওয়া যাবে।

বেশ কয়েকদিন ধরে শংসাপত্র জালের (False Certificate) অভিযোগ আসছিল বিডিওর কাছে। অসাধু এই কারবারিদের জাল ছিঁড়তেই এভাবে ছদ্মবেশে হানা দেন ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার। তাতে জালে ধরা পড়ল চক্রের দুই পান্ডা। ঘটনাটি ঘটেছে, তেহট্ট ১ নম্বর ব্লকে।

চুক্তি মেনে ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক এবং ফ্যাকাল্টি

বিনিময় করবে দুই আন্তর্জাতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্পেনের ভাল্লা ডলিড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মাদ্রিদে বাংলার শিল্পসম্মেলনে শুক্রবার 'মউ' স্বাক্ষর করল কলকাতার সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিনিময়' শীর্ষক চুক্তিতে সিস্টার নিবেদিতার পক্ষে আচার্য সত্যম রায়চৌধুরি ও ডলিডের তরফে গুলেরামা রডড্রিগো মার্টিন।অন্যদিকে ডলিডের অন্যতম শীর্ষকর্তা রডড্রিগো মার্টিন বলেন, "বাংলার পাশাপাশি আমরাও গুরুত্ব সহকারে রবীন্দ্রচর্চা করি, আমাদেরও পৃথক রবীন্দ্র গবেষণার বিভাগ আছে। কবির লেখা বহু অনুবাদ গ্রন্থ আমরা সংরক্ষণ করি। শুধু তাই নয়, একটি বড় সংগ্রহশালাও রয়েছে আমাদের।" পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চা নিয়ে স্পেনীয়দের আগ্রহ খুবই প্রবল বলেও ডলিডের মার্টিন জানিয়েছেন। একথার পর পাশে দাঁড়ানো সত্যম সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেন, "রবীন্দ্রচর্চা ও গবেষণার কাজেও আমরা দুই দেশের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে চাই।" বস্তুত এদিন কলকাতা ও মাদ্রিদের দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মউ' বাংলার শিক্ষাঙ্গনকে বিশ্বসভায় আরও বিস্তৃত করার সুযোগ করে দিল।চুক্তি মেনে ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক এবং ফ্যাকাল্টি বিনিময় করবে দুই আন্তর্জাতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। চুক্তি স্বাক্ষরের পর একথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরসঙ্গী সত্যম রায়চৌধুরি। তাঁর কথায়, "বাংলার মেধা ও গবেষকদের খুবই শ্রদ্ধা করে ও গুরুত্ব দেয় স্পেনীয়রা। মউ মেনে আমাদের ফ্যাকাল্টি ও গবেষকরা যেমন শিক্ষার নানা কার্যক্রমে স্পেনে যাবেন, তেমনই মাদ্রিদ থেকেও শিক্ষক-ছাত্ররা কলকাতায় আসবে।" এদিন চুক্তি স্বাক্ষরের পর 'গেস্ট লেকচারার' হিসাবে স্প্যানিশ শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেওয়ার জন্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে অনুরোধ করে ডলিড বিশ্ববিদ্যালয়।

দেশের নাম 'ভারত' রাখার পক্ষে ফের সওয়াল সঙ্ঘের

পুণে: নিউজ সারাদিন : আরএসএসের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতের দাবির পরেই রাতারাতি দেশের নাম 'ইন্ডিয়া' বদলে 'ভারত' করতে কোমর কষে ঝাঁপিয়েছে মোদি সরকার। জি-২০ সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত রাষ্ট্রপতির নৈশভোজ থেকে শুরু করে সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সামনে রাখা নেমপ্লেট সব কিছুতেই 'ভারত' শব্দটি উঠে এসেছিল।বৈঠকের মাঝেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ মনমোহন বৈদ্য ও প্রচার শাখার প্রধান সুনীল আম্বেকর। ওই সাংবাদিক বৈঠকে সঙ্ঘের সহকার্যবাহ মনমোহন বৈদ্য বলেন, 'প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশের নাম ভারত এবং দেশের নাম ভারত থাকা উচিত বলেই মনে করি।' সম্প্রতি সনাতন ধর্মকে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের ছেলে উদয়নিধি স্ট্যালিন। যা নিয়ে গেল গেল রব তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে বিজেপির ছোট-মাঝারি নেতারা। এ বিষয়ে এদিন সঙ্ঘের সহকার্যবাহ বলেন, 'সনাতন ধর্ম শুধু ধর্ম নয়। সনাতন সভ্যতা একটি আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র। যারা সনাতন সম্পর্কে মন্তব্য করেন তাদের প্রথমে এই শব্দটির অর্থ বোঝা উচিত।'দেশের নাম বদল নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। ওই চর্চার মধ্যে ফের একবার দেশের নাম 'ভারত' রাখার পক্ষে সওয়াল করল আরএসএস।

শনিবার পুণেতে তিনদিনব্যাপী সঙ্ঘের 'অখিল ভারতীয় সমন্বয় বৈঠক' শুরু হয়েছে। বৈঠকে সঙ্ঘের সহযোগী ৩৬ টি সংগঠনের প্রতিনিধি সহ মোট ২৪৬ জন পদাধিকারী উপস্থিতি ছিলেন। সঙ্ঘ প্রধান মোহন ভাগবত বৈঠকে পৌরাহিত্য করছেন। আরএসএসের শীর্ষ পদাধিকারীদের পাশাপাশি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাও হাজির ছিলেন। সংসদের বিশেষ অধিবেশনের আগে সঙ্ঘের এই বৈঠক যথেষ্ট তাতপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

বেআইনি নির্মাণ নিয়ে তিরস্কার বিচারপতির

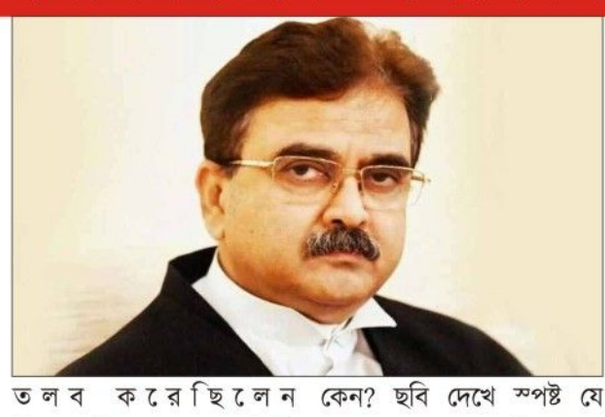

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বেআইনি নির্মাণ নিয়ে বারবারই এজলাসে বসে কড়া অবস্থান নিয়েছেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশে একাধিক বেআইনি নির্মাণ গুঁড়িয়ে দিতে হয় প্রশাসনকে। শুক্রবার ফের বেআইনি নির্মাণ নিয়ে বিচারপতির তিরস্কার সইলেন এক কাউন্সিলর। জলপাইগুড়ির একটি বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত মামলায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিমলা ছেত্রীকে তলব করেছিলেন বিচারপতি।ওই বেআইনি নির্মাণ এখনও ভাঙেনি পুরসভা। সেই প্রসঙ্গেও এ দিন উষ্মা প্রকাশ করেছেন বিচারপতি। তিনি বলেন, "এখনও নির্মাণ ভাঙা হয়নি কেন? ছবি দেখে স্পষ্ট যে এখনও ভাঙা হয়নি।" এ ব্যাপারে পুরসভার এগ্‌জিকিউটিভ অফিসারের কাছে হলফনামা তলব করেছেন বিচারপতি।এ দিন ওই কাউন্সিলর কোর্টে হাজিরও হন। বিমলার উদ্দেশে এ দিন বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'এক জন কাউন্সিলরের কী দায়িত্ব তা জানেন? ওখানে বেআইনি নির্মাণ ছিল জানতেন?" বিমলা জানান যে বিষয়টি তাঁর গোচরে ছিল না। তার পরেই বিচারপতি বলেন, "কী রকম কাউন্সিলর আপনি? আপনার সামনে এতগুলি বেআইনি নির্মাণ হয়ে গেল আর আপনি জানেন না? আদালতকে বিভ্রান্ত করবেন না। তিন বছর ধরে এ সব হচ্ছে আর আপনি জানেন না? বেআইনি কাজকে সমর্থন না করলে এটা চলতে পারে না।'

কলকাতা পুরসভায় ধুন্ধুমার, তৃণমূল-বিজেপি কাউন্সিলরদের হাতাহাতি!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফের কলকাতা পুরসভায় কাউন্সিলরদের মধ্যে হাতাহাতি লেগে গেল। তৃণমূল ও বিজেপি কাউন্সিলরদের মধ্যে মারামারিতে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে যায় পুরসভার অধিবেশন কক্ষে। দুই পক্ষের ঝামেলা থামাতে রীতিমতো হিমশিম খেলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ।পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নামতে বাধ্য হন ফিরহাদ হাকিম। দুই পক্ষকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। অভিযোগ, সেই সময় বিজেপি কাউন্সিলররা তাঁকে ধাক্কা দেন।কিছুক্ষণ ঝামেলার পর শান্ত হয়। অধিবেশন ছেড়ে বেরিয়ে যান চেয়ারপারসন মালা রায়। যদিও পরে তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনা হয়। অধিবেশন শুরু হলেও বিজেপি কাউন্সিলররা স্লোগান দিতে দিতে কক্ষ ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য, গত মাসে এমনই এক ঘটনার সাক্ষী ছিল কলকাতা পুরসভা। শ্যামপুকুর বিধানসভা এলাকার বাসিন্দা বিজেপি নেতা সুনীল সিংহের বাড়ির একাংশ বুলডোজার দিয়ে ভাঙার অভিযোগে পুরসভা সরগরম হয়ে ওঠে। তৃণমূল ও বিজেপি কাউন্সিলররা রীতিমতো হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন।জানা গেছে, এদিন পুরসভায় অধিবেশন ছিল। সেই অধিবেশন চলাকালীন তৃণমূল ও বিজেপি দুই দলের কাউন্সিলরদের মধ্যে বাকযুদ্ধ শুরু হয়। ঘটনা গড়ায় মারামারিতে। শনিবাসরীয় দুপুরে পুরসভার অন্দরে যে ঘটনা ঘটল তা এককথায় বেনজির। অধিবেশন কক্ষে এমন ঘটনা আগে ঘটেছে কিনা তা অনেকেই মনে করতে পারছেন না।

এদিন অধিবেশন প্রথমে তৃণমূলের কাউন্সিলর অসীম বসুর সঙ্গে বচসা শুরু হয় বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষের। তারপরই শুরু হয় হাতাহাতি। তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ তোলেন সজল। পাল্টা সজল ঘোষের বিরুদ্ধে গায়ে হাত তোলার অভিযোগ করেন তৃণমূল কাউন্সিলররা। এই ঝামেলার মধ্যেই ঢুকে পড়েন বিজেপির আরও দুই কাউন্সিলর বিজয় ওঝা।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৫৭ সংখ্যা ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ রবিবার ৩০ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

সৌরভের কারখানার জন্য কোন জমিটা দিচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার

বাংলায় তখন বাম জমানা। পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে ইস্পাত কারখানা ও বিদ্যুত উতপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলতে জিন্দল গোষ্ঠীকে জমি দিয়েছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সরকার।নবান্ন সূত্রে খবর, বাকি জমির সবটা হয়তো সৌরভকে দেওয়া হবে না। তার কিছুটা অংশ অর্থাত ইস্পাত কারখানা গড়তে যতটা জমি প্রয়োজন তা দেওয়া হবে। বাকি জমিতে এরপরেও অনুসারী শিল্পের সুযোগ থাকবে।

শুক্রবার মাদ্রিদে সৌরভ জানিয়েছেন, ইস্পাত কারখানার জন্য তিনি আড়াই হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চলেছেন। এর ফলে ৬ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।বস্তুত এতদিনে তার নিষ্পত্তি হয়েছে। গত ২৭ মে শালবনিতে একটি জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, জিন্দলরা ওখানে সিমেন্ট কারখানা করার পরেও অনেকটাই জমি শিল্পের জন্য পড়ে রয়েছে। মমতা বলেছিলেন, 'জ্যোতিবাবুরা জমি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তার পর আর কিছু হয়নি। জিন্দলদের একটা কারখানা আমি এসে উদ্বোধন করেছিলাম। ওদের শিল্পের জন্য কিছুটা জমি লেগেছে, বাদবাকি জমি ওঁরা ফেরত দিচ্ছেন। ওই জমিতেই বড় ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হবে'।

শালবনীতে জিন্দলদের থেকে ফেরত নেওয়া সেই জমিই ইস্পাত কারখানার জন্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার।বামফ্রন্ট জমানায় পশ্চিম মেদিনীপুরের এই জনপদে ইস্পাত এবং বিদ্যুতেকেন্দ্র তৈরির জন্য ৪,৩৩৪ একর জমি সজ্জন জিন্দলদের দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভটাচার্য। প্রথম ইউপিএ সরকারের সময়ে কেন্দ্রের দুই মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান ও জিতিন প্রসাদ সেই জমিতে জিন্দলদের কারখানার শিলান্যাস অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। রামবিলাস তখন কেন্দ্রে ইস্পাত মন্ত্রী। ২০০৮ সালের ২ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছিল।

সেদিন ওই শিলান্যাস অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে তাঁদের লক্ষ্য করে ল্যান্ডমাইন হামলা চালিয়েছিল মাওবাদীরা। শুধু তা নয়, ওই ঘটনার পর পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল 'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটি'। সংগঠিত হয়েছিল 'লালগড় আন্দোলন'।সেই অস্থির পরিস্থিতিতে শেষমেশ জিন্দল গোষ্ঠী ইস্পাত এবং বিদ্যুতেকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা বাতিল করে। তাই জমি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়েই ছিল। পরে কেবল ১৩৫ একর জমিতে সিমেন্ট কারখানা তৈরি করেছেন জিন্দলরা। ২০১৮ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কারখানা উদ্বোধন করেছিলেন। ওই কারখানা আরও বাড়ানোর পাশাপাশি এখন রং কারখানাও গড়ে তুলছে জিন্দলরা। এ ছাড়া সৌরবিদ্যুত প্রকল্প এবং কর্মী আবাসন মিলিয়ে তাদের আরও ১,২০০ একর জমির লাগবে। সব মিলিয়ে প্রায় ১৫০০ একর রেখে বাকিটা ফিরিয়ে দিচ্ছেন জিন্দলরা।

কৌশিকী অমাবস্যায় মা তারাকে অর্পিত

ফুল-বেলপাতা ফেলে না দিয়ে হবে জৈব সার

তারাপীঠ, ১৬ সেপ্টেম্বর: নিউজ সারাদিন : অভিনব উদ্যোগ তারাপীঠ মন্দির কর্তৃপক্ষের । আর ফেলে দেওয়া হচ্ছে না কৌশিকী অমাবস্যায় পুণ্যার্থীদের তরফে মা তারাকে অর্পণ করা মালা ও পুষ্পার্ঘ্য ।মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, "কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে এই বছর ভোর থেকে রাত পর্যন্ত তারাপীঠ মন্দিরে এসেছেন প্রায় ৫ -৬ লক্ষ পুণ্যার্থী। ভক্তরা পুজো দিতে মা তারাকে জবা ও শ্বেত পদ্মের মালা পড়ান । তাছাড়াও পুজোর ডালিতে ভরতি থাকে ফুল ও বেলপাতা । দেবী তারার অঙ্গে সেই মালা ও ফুল বেলপাতা উতসর্গ করানোর পর দফায় দফায় সেগুলি মূর্তি থেকে খুলে নামিয়ে দেওয়া হয় । সেইসব ফুল ও বেলপাতা জমা করে রাখা হয় মন্দিরের গর্ভগৃহে । আজ সেই ফুল ও বেলপাতা সরানোর কাজ করছে নঈসুভা নামে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরা । তবে এই ফুল বেলপাতা ফেলে না দিয়ে সেগুলি থেকে তৈরি করা হবে জৈব সার । সেই সার ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ফসল চাষের জমিতে ।"বরং ওইসব ফুল ও বেলপাতা থেকে তৈরি হচ্ছে জৈব সার । তবে এবারে অর্পিত ফুল থেকে বেলপাতার পরিমাণ প্রায় ১০ কুইন্টাল ।

বিগত কয়েকদিন ধরে কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে তারাপীঠে ভক্তদের সমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো । মন্দির কর্তৃপক্ষের দাবি, প্রায় আনুমানিক ৫-৬ লক্ষ ভক্তের সমাগম ঘটেছে এবার । যা আগের বছরের তুলনায় অনেক বেশি । গত ১৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ভোর ৪টে ৩১ মিনিটে কৌশিকী অমাবস্যার তিথি শুরু হতেই মা তারার মন্দির চত্বরে ছিল উপচে পড়া ভিড় । মধ্যরাতে একটু কম হলেও পরের দিন অর্থাত ১৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল ৬টা ৩৯মিনিট পর্যন্ত ফুল, বেলপাতা-সহ ডালি নিয়ে মাকে পুজো দেওয়ার পুণ্যার্থীদের লাইন ছিল লম্বা । মন্দির কমিটির তথ্য অনুযায়ী, অমাবস্যা চলাকালীন পুজো দেওয়া ফুল ও বেলপাতা জমা হয়েছে প্রায় ১০ কুইন্টাল । এই ১০ কুইন্টাল ফুল ও বেলপাতা থেকে তৈরি হবে জৈব সার ।বীরভূমের মল্লারপুরে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'নঈসুভা' ইতিমধ্যে পুষ্পার্ঘ্য, মালা ও বেলপাতাগুলি সরানোর কাজ শুরু করেছে । সেগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মল্লারপুরে গোয়ালা গ্রামে । সেখানেই আছে জৈব সার তৈরির কারখানা । যেখানে তৈরি হবে জৈব সার । ওই জৈব সার পরে ব্যবহার করবেন এলাকার চাষিরা ।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'নঈসুভা'র সম্পাদক সাধন সিংহ বলেন, "আমাদের সংস্থার সঙ্গে তারাপীঠ মন্দির কমিটির একটি চুক্তি আছে। সেই চুক্তি অনুযায়ী, মা তারাকে পুজো দেওয়া ফুল ও বেলপাতা যত্রতত্র না ফেলে আমরা সেগুলি দিয়ে জৈব সার তৈরি করি। নামমাত্র মূল্যে সেই জৈব সার এলাকার চাষিদের দেওয়া হয়। যা তাঁরা চাষের কাজে ব্যবহার করেন। আমরা প্রতিদিন নিয়ম করে পুষ্পার্ঘ্য, মালা, বেলপাতা তারাপীঠ থেকে নিয়ে আসি । তবে কৌশিকী অমাবস্যা প্রচুর পরিমানে সেগুলি জমা হয়েছে । প্রায় দশ কুইন্টাল তার পরিমান হবে । আমরা জমা ফুল বেলপাতা তোলার কাজ শুরু করেছি ।"

জানা গিয়েছে, কৌশিকী অমাবস্যা তিথি শেষ হয়েছে । এরপরেই দ্রুত সব পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে । দমকল বাহিনীর গাড়ি থেকে জল দিয়ে মন্দির পরিষ্কার করা হচ্ছে ।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

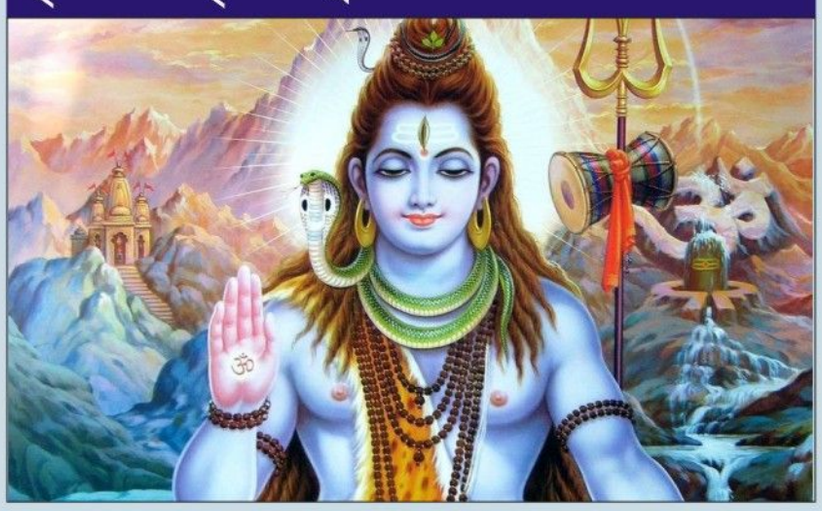

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই বিবাহ দিয়েছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা। আর নারায়ণ গৌরীকে সমর্পণ করেন শিবের হাতে। চৈত্রে শিবগাজন উৎসব অনেকের মতে হর-কালীর বিয়ের অনুষ্ঠান। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন, 'শিবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হর-কালীর বিবাহ। সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। তাহাদের গর্জন হেতু গাজন শব্দ আসিয়াছে। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বেদান্ত দর্শনের উৎস ও বিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(ষষ্ঠ পর্ব)

এবং কাণ্ব- এই শাখা দুটির একটিই ব্রাহ্মণ- প্রসিদ্ধ শতপথ ব্রাহ্মণ। বৃহদারণ্যক উপনিষদটি কাণ্বশাখার শতপথ ব্রাহ্মণেরই শেষ চতুর্দশ খণ্ড। যেমন বাজসনেয় সংহিতার শেষ আঠারোটি মন্ত্র নিয়ে ঈশোপনিষদ।

যাগযজ্ঞাদি কর্মে কোন সূক্তগুলির প্রয়োজন, কোনগুলি কিভাবে ব্যবহৃত হবে তা নির্দেশ করার জন্য সৃষ্টি করতে হয়েছে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ। তাই ব্রাহ্মণ হচ্ছে শ্রুতির কর্মকাণ্ড। ব্রাহ্মণ ভাগের পর আরণ্যক, তারপর উপনিষদ। ব্রাহ্মণভাগ যেমন কর্মকাণ্ড, উপনিষদ ভাগ তেমনি জ্ঞানকাণ্ড। ব্রহ্মচর্য নিয়ে বেদ সংহিতা পাঠের পর গুরুর কাছে অরণ্যাশ্রমে বেদসংক্রান্ত আলোচনা পাঠ করার রীতি ছিলো। অরণ্যে উপদিষ্ট বলে আরণ্যক। এই বৃহদারণ্যক (ন্যূনতম ৬০০ খ্রীঃপূর্ব) উপনিষদটি একদিকে যেমন শুক্ল যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তিম অংশ অর্থাৎ একটি আরণ্যক, অপরদিকে তা উপনিষদও। অর্থাৎ আরণ্যক-উপনিষদ। আকারেও সুবৃহৎ বলে এর নাম হয়েছে বৃহদারণ্যক উপনিষদ। ছান্দোগ্য উপনিষদের মতো প্রথমদিকের প্রাচীনতম উপনিষদের মধ্যে বৃহদারণ্যক অন্যতম। বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই উপনিষদের বক্তব্যই পরবর্তী উপনিষদগুলির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। উপনিষদের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা ঋষি বা দার্শনিক যাজ্ঞবল্ক্যের চিন্তা এই বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়, তাই উপনিষদ-সাহিত্যে এর স্থান অত্যন্ত উচ্চে।

বৃহদারণ্যকের ছয়টি অধ্যায়ের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে দার্শনিক আলোচনা রয়েছে; অবশিষ্ট অংশে শতপথ ব্রাহ্মণের কর্মকাণ্ডের ধারা চলেছে। প্রথম অধ্যায়ে যজ্ঞীয় অশ্বের সঙ্গে তুলনা করে সৃষ্টি পুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর রয়েছে মৃত্যু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তত্ত্বজ্ঞানী কাশীরাজ অজাতশত্রু এবং আত্মাভিমানী ব্রাহ্মণ গার্গ্যের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত গার্গ্যের দর্পচূর্ণ হয়েছে এবং তিনি ক্ষত্রিয় কাশীরাজের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার ইচ্ছায় তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে যাজ্ঞবল্ক্যের দর্শন। চতুর্থ অধ্যায়ে আছে রাজা জনকের প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ। পঞ্চম অধ্যায়ে ধর্মাচার এবং অন্যান্য বাণীর বিষয় আছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্যের গুরুর (উদ্দালক আরুণি) গুরু প্রবাহণ জৈবলির সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই অধ্যায়েই উত্তম সন্তান লাভের জন্য গর্ভবতী নারীগণকে ষাঁড়-বলদের মাংস ভক্ষণ করতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এতেই প্রমাণ হয় যে, সেকালে গো-মাংস ছিলো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের প্রিয় খাদ্য। যেমন- 'যদি কেউ এমন কামনা করে যে আমার এমন একটি পুত্র হোক, যে পণ্ডিত, সুগায়ক, ভালো বক্তা, সুভাষী হবে তাহলে মাংসান্ন পাক করে সেই মাংসমিশ্রিত অন্ন ঘি মিশিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খাবে। তাতে তারা তাদের মনোমতো পুত্রেরই জন্ম দিতে পারবে। তবে মাংসটি হওয়া চাই- উক্ষ অর্থাৎ বৃষ-মাংস। বৃষটি হয় তরুণ, নয়তো বৃদ্ধ হবে।' (বৃহদারণ্যক: ৬/৪/১৮)।

অবশ্য গোটা বেদসংহিতা জুড়ে যজ্ঞের হব্য হিসেবে পশুবলি এবং তা সোমরস সহযোগে ভক্ষ্য হিসেবে গ্রহণের তৃপ্তিকর প্রকাশের নমুনা হিসেবে অজস্র সূক্ত ও ঋক রচনার বিষয়টা বিবেচনায় রাখলে সেই বৈদিক উপনিষদ যুগে ষাঁড়-বলদের মাংস আর্যগোষ্ঠির প্রিয় খাদ্যের তালিকায় থাকা মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়, বরং খুবই স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলেই মনে হয়। মোটকথা, আস্তিক হিন্দু দার্শনিকেরা যেমন নিজেদের বিচারকে সত্য তথা নির্ভুল বলে প্রমাণ করার জন্য এখনো উপনিষদের দোহাই দেন, তেমনি যজ্ঞীয় কর্মকাণ্ডে গভীর বিশ্বাস ও আস্থার সাথে কিঞ্চিৎ দার্শনিকতার মিশেলে বৃহদারণ্যক উপনিষদও বেদের জয়পতাকাকে উড্ডীয়মান রাখতে সদা তৎপর ছিলো। উপরন্তু তৎকালীন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বেদ ও ব্রাহ্মণের প্রতি স্বাধীন চিন্তা-সম্পন্ন মানুষের শ্রদ্ধা যে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছিলো সেটা মনে রেখেই ক্ষত্রিয় শাসক শ্রেণীর শ্রেয়ত্বে যথাযথ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেও বৃহদারণ্যক মনে করেছিলো যে, সমাজে ব্রাহ্মণদের স্থানই সর্বোচ্চ এবং সম্মানজনক। ফলে অদ্বৈত চৈতন্য-সত্তা ব্রহ্মের সর্বাত্মকবাদী হয়েও বৃহদারণ্যক ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণপ্রথারও অকৃত্রিম পরিপোষক ছিলো। যেমন- ওএই সবকিছুর আগে ছিলেন একজন। ছিলেন ব্রহ্ম। এই জগৎ ছিলো ব্রহ্মময়। তিনি ছিলেন একা। দ্বিতীয় আর কেউ ছিলো না। জায়মান এই জগৎ-ব্যাপারকে নিয়মিত করার জন্য তিনি সক্রিয় হলেন। অব্যক্ত নিলেন ব্যক্তরূপ। ছিলেন অপ্রকট, হলেন প্রকট- প্রথমে বর্ণরূপে। শ্রেয়োরূপী ক্ষত্রিয়কে তিনি প্রথম সৃষ্টি করলেন। যেমন, দেবগণের মধ্যে ক্ষত্রিয় দেবরাজ ইন্দ্র, জলচরগণের মধ্যে ক্ষত্রিয় জলচরপতি বরুণ, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ক্ষত্রিয় মনুজপতি সোম, পশুগণের মধ্যে ক্ষত্রিয় পশুপতি রুদ্র, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বস্তুর মধ্যে বস্তুপতি পর্জন্য অর্থাৎ মেঘ, পিতৃগণের মধ্যে ক্ষত্রিয় পিতৃপতি যম, রোগাদির মধ্যে ক্ষত্রিয় মৃত্যু এবং দীপ্তিশালীদের মধ্যে ক্ষত্রিয় ঈশান। ক্ষত্রিয়রাই শ্রেষ্ঠ। রাজসূয় যজ্ঞে তাই ব্রাহ্মণ ঋত্বিকের স্থান ক্ষত্রিয়ের নিচে। ব্রাহ্মণ অসংকোচে তাকে উচ্চাসনে বসিয়ে নিজের যশ দিয়ে তাকে যশস্বী করেন। ক্ষত্রিয় হয় যশ-সমৃদ্ধ। আবার ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণই হলেন ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তির কারণ। রাজসূয় যজ্ঞে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করলেও যজ্ঞের শেষে কিন্তু ব্রাহ্মণকেই আশ্রয় করে থাকে। তাই যে ব্রাহ্মণকে হিংসা করে, সে নিজের উৎপত্তিস্থলকেই হিংসা করে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে হিংসা করলে যে পাপ হয়, তার চেয়েও বেশি পাপের ভাগী হয় সে, যে ব্রাহ্মণদ্বেষী।' (বৃহদারণ্যক: ১/৪/১১)। 'ক্ষত্রিয় সৃষ্টির পর দেখলেন তিনি, বিত্ত-ধনসম্পদ না থাকলে কেমনভাবে ক্ষত্রিয়রা করবেন যজ্ঞ, ব্রাহ্মণেরা করবেন তাঁদের কাজ, অসম্পূর্ণ থেকে যায় যে সবকিছু 'বিশস্থ (বৈশ্যজাতি)-র অভাবে, যাঁরা হবেন বিত্ত-মাধ্যম। তাই তিনি ক্ষত্রিয়ের পরেই সৃষ্টি করলেন বৈশ্যদের। গণদেবতারা হলেন বৈশ্যজাতির মধ্যে গণ্য। যেমন, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ত্রয়োদশ বিশ্বদেব, ঊনপঞ্চাশ মরুৎ অর্থাৎ বায়ু।' (বৃহদারণ্যক: ১/৪/১২)। 'এরপর ব্রহ্ম দেখলেন, ক্ষত্রিয় করলো যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ হলো ঋত্বিক, বিত্ত-সামর্থ্য জোগালো বৈশ্য- সবই ঠিক, কিন্তু এদের পোষণ করবে কে? সেবা দিয়ে পুষ্টি সামর্থ্য জোগাবে কে? তাই তিনি সব শেষে সৃষ্টি করলেন শূদ্রকে। তার ওপর দিলেন সকলের পোষণের ভার। এই পৃথিবীই পূষা। কারণ যেখানে যা কিছু আছে, পৃথিবীই সবকিছু পোষণ করে।' (বৃহদারণ্যক: ১/৪/১৩)।

এইভাবে চারটি বর্ণ-বিভাগ করে সেই এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিশ্বে নিজেকে প্রকট করলেন। এই যে বর্ণ-বিভাজনের প্রাচীন ধারণা, তার উৎস হিসেবেও কিন্তু বেদসংহিতাকেই চিহ্নিত করা হয়। এক্ষেত্রে ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ 'পুরুষসূক্ত' (১০/৯০/১১-১২) এই ধারণার উদ্গাতা। যদিও আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই পুরুষ সূক্তটির বিশেষ উল্লেখযোগ্যতা হলো ঋগ্বেদের অন্য কোনো অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার জাতির উল্লেখ নেই এবং এই সূক্তটিকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলে বিদ্বানেরা অভিমত ব্যক্ত করেন, কেননা ঋগ্বেদ রচনাকালে আর্যদের মধ্যে জাতি বিভাগ ছিলো না। তাই উপনিষদীয় চিন্তাজগত থেকে উদ্ভূত ধারণাই পরবর্তীকালে ঋগ্বেদে অর্বাচীন হিসেবে সংযোজিত হয়েছে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে।

এই যে ব্রহ্ম বিষয়ক উপনিষদীয় ভাবনার উন্মেষ, সেই ব্রহ্মের গুণের অন্ত নেই। যেমন, বৃহদারণ্যক উপনিষদেই ব্রহ্মবিদ বিদুষী গার্গীকে নিজের ব্রহ্মজ্ঞানের প্রমাণ দিতে গিয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের বয়ানে বলা হচ্ছে- 'গার্গী, এই সেই অসীম অনন্ত অফুরন্ত শক্তিমান অক্ষরপুরুষ। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তু নির্দ্বিধায় মেনে চলে তাঁর নির্দেশ। সূর্য-চন্দ্র, দ্যুলোক-ভূলোক, নিমেষ, মুহূর্ত, অহোরাত্র, মাসার্ধ, মাস, ঋতু, সংবৎসর তাঁরই প্রশাসন মেনে চলেছে। এই অক্ষরপুরুষের শাসনেই শ্বেতপর্বত থেকে শুরু করে অন্যান্য পর্বতে উৎপন্ন নদী

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

'গদর ২', 'কাশ্মির ফাইলস' বলিউডের জন্য ক্ষতিকর : নাসিরুদ্দিন শাহ

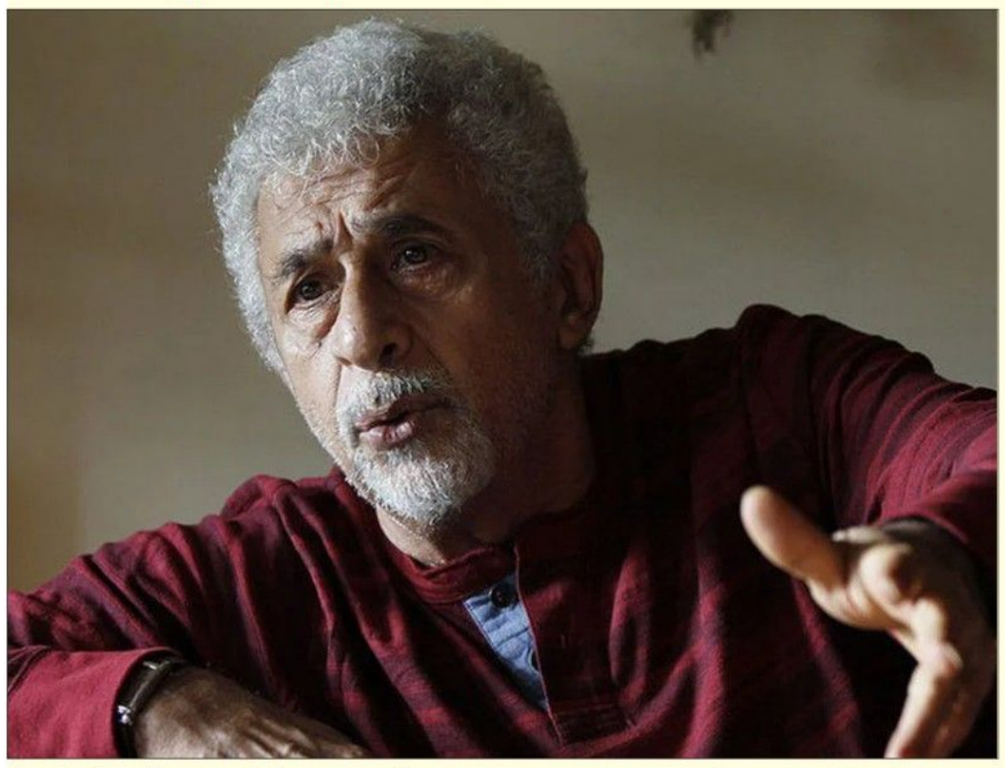

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ এবার মুখ খুললেন আলোচিত দুই ছবি 'গদর ২', 'দ্য কাশ্মির ফাইলস' ও 'দ্য কেরালা স্টোরি'র মতো সিনেমা নিয়ে। তিনি দাবি করেছেন, সিনেমাগুলো বলিউডের জন্য ক্ষতিকর।

তার মতে, এসব ছবির বক্স অফিসে সাফল্য পাওয়া উদ্বেগজনক। 'ম্যান উওম্যান ম্যান উওম্যান'র কারণে বর্তমানে খবরে রয়েছেন তিনি। যা দিয়ে প্রায় ১৭ বছর পর পরিচালনায় ফিরছেন। এ সিনেমায় দেখা যাবে নাসিরুদ্দিনের স্ত্রী রত্না পাঠককেও।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নাসিরকে বলিউডের সিনেমা নির্মাণের ধারার যে পরিবর্তন হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তার জবাব, জনপ্রিয়তা এখন জিঙ্গোইজম দ্বারা চালিত। যা ক্ষতিকারক।

নাসিরুদ্দিন বলেন, এখন আপনি যত বেশি জিঙ্গোইস্ট হবেন, তত বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠবেন। কারণ এ ভাবনাই এখন চলছে। দেশকে ভালোবাসা স্পষ্ট নয়, তা ঢাকঢোল পিটিয়ে বলতে হবে। লোকে বুঝতে পারে না যে, তারা যা করছে তা খুব ক্ষতিকারক। এই যেমন, 'কেরালা স্টোরি' এবং 'গদর ২'-এর মতো ছবি, এ ধরনের ছবি এখন মানুষ দেখছে। আমি সেগুলো দেখিনি তবে আমি জানি সেগুলো কী।

তিনি বলেন, এটা বিরক্তিকর যে 'কাশ্মির ফাইলস'র মতো চলচ্চিত্রগুলো এত ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় যেখানে সুধীর মিশ্র, অনুভব সিনহা এবং হনসল মেহতা, যারা তাদের সময়ের সত্য ঘটনা চিত্রিত করার চেষ্টা করছেন, তাদের তৈরি করা চলচ্চিত্রগুলো লোক দেখে না। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যে এই চলচ্চিত্র নির্মাতারা সাহস না হারিয়ে গল্প বলা চালিয়ে যাবেন।

তার মতে, ১০০ বছর পর লোক যখন 'ভিড়' দেখবে আর 'গদর ২' দেখবে, তখন বুঝতে পারবে কোন সিনেমাটি বর্তমান সময়ের সত্যি কথা আসলেই বলেছিল। কারণ সিনেমাই একমাত্র মাধ্যম, যা এটা করতে পারে। বর্তমানে যা ঘটছে তাকে রিগ্রেসিভ বললেও কম বলা হবে। কোনো কারণ ছাড়াই কোনো সম্প্রদায়কে ছোট করা একটা বিপজ্জনক প্রবণতা।

সাবেক স্ত্রীর সিনেমায় প্রযোজক হিসেবে থাকছেন আমির খান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : নতুন একটি সিনেমা পরিচালনা করছেন আমির খানের সাবেক স্ত্রী কিরণ রাও। আর এ কাজে সাবেক স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়েছেন আমির খান। কিরণের নতুন সিনেমা তিনিই প্রযোজনা করবেন বলে ভারতীয় গণমাধ্যম খবর প্রকাশ করেছে।

সেপ্টেম্বর প্রকাশ্যে এসেছে কিরণ রাওয়ের নতুন সিনেমা 'লাপাত্তা লেডিস-এর টিজার। বউ হারানোর মতো ব্যতিক্রমী এক গল্প এ সিনেমায় তুলে ধরেছেন কিরণ। সিনেমাটি যে কমেডি মোড়া গল্পে সামাজিক বার্তা দেবে তা ফুটে উঠেছে টিজারেই। সিনেমাটি মুক্তি পাবে ২০২৪ সালের ৫ জানুয়ারি। এ সিনেমাতেই প্রযোজক হিসেবে নাকি রয়েছেন আমির খান। 'লগান' সিনেমার সেটে কিরণ রাওয়ের সঙ্গে পরিচয় হয় আমিরের। এরপর তাদের বন্ধুত্ব থেকে প্রেম এবং ২০০৫ সালে বিয়ে করেন এই জুটি। কিন্তু ২০২১ সালে ১৫ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টেনে আকস্মিকভাবে বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা দেন তারা। সেসময় এক যৌথ বিবৃতি আমির-কিরণ জানান, স্বামী-স্ত্রী হয়ে নয়, তবে সহযোগী এবং একে অন্যের পরিবার হিসেবে থাকবেন তারা। এছাড়া তাদের একমাত্র ছেলে আজাদ রাও খানের দেখাশোনা দু'জন মিলেই করবেন। এমনিক সিনেমা, পানি ফাউন্ডেশন এবং অন্য প্রজেক্ট' যেগুলোতে তাদের প্যাশন রয়েছে সেগুলোতেও একসঙ্গে কাজ করবেন তারা।

বর্তমানে সাবেক দুই স্ত্রীর সঙ্গেই আমির খানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।

এত সহজে তোমাকে ছাড়ছি না, নয়নতারাকে কেন বললেন অর্জুন?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অভিনেত্রী মালাইকা অরোরা ও অভিনেতা অর্জুন কাপুর বলিউডের বেশ আলোচিত জুটি। অভিনেতা আরবাজ খানের সঙ্গে ১৮ বছরের দাম্পত্যে ইতি টানেন মালাইকা। তার বছর দুয়েকের মধ্যে অর্জুনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ান অভিনেত্রী। বয়সে ১২ বছরের ছোট বলিউড অভিনেতা অর্জুনের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে নানা কটাক্ষ শুনতে হয়েছে তাকে। ২০১৯ সালে শেষ পর্যন্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায় নিজেদের সম্পর্কে ঘোষণা দেন মালাইকা ও অর্জুন।

বছর চারেক পরে সম্প্রতি গুঞ্জন শোনা যায়, সেই সম্পর্কেও নাকি চিড় ধরেছে। যুগলের সম্পর্ক ভাঙার কারণ হিসেবে উঠে এসেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রভাবী কুশা কপিলার নাম। এর মাঝে অর্জুনের মুখে অন্য এক অভিনেত্রীর নাম। তার ছবি দেখে মুগ্ধ অভিনেতা। তিনি হলেন 'জাওয়ান' ছবির নায়িকা নয়নতারা। বলিউডে এখন 'জাওয়ান' জামানা। গত ৭ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার পরেই দর্শক ও অনুরাগীদের মনে জায়গা করে নিয়েছে শাহরুখ খানের ছবিটি। এই ছবি দেখার হিড়িক যেমন দর্শকদের মধ্যে দেখা গেছে। পিছিয়ে নেই তারকারাও। কেউ দেখেছেন একেবারে প্রথম দিনের প্রথম শো। বলিউডের তারকাদের অধিকাংশ প্রথম দিনেই দেখে ফেলেছেন এই ছবি। 'পাঠান'-এর পর ফের এই ছবিতে 'অ্যাকশন হিরো'-র অবতারে ধরা দিয়েছেন বলিউডের বাদশা। শুধু তাই-ই নয়, ছবিতে একাধিক 'লুক' রয়েছে শাহরুখের, যা দর্শক ও অনুরাগীদের উন্মাদনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে শুধু শাহরুখ নন, জাওয়ান-এর অন্যতম আকর্ষণ দক্ষিণী অভিনেত্রী নয়নতারা। এই ছবিতে প্রথমবার জুটি বাঁধলেন শাহরুখ-নয়নতারা। এবার জাওয়ান দেখে আগেই শাহরুখের প্রশংসা করতে শোনা গিয়েছিল অর্জুনকে। এবার নয়নতারাকে বড় পর্দায় দেখে মুগ্ধ অভিনেতা। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখেন, 'নয়নতারা তোমাকে স্বাগত আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে। এত সহজে তোমাকে আমরা ছাড়ছি না।' অন্য দিকে জওয়ান দেখে নয়নাতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ মালাইকাও।

বলিউডের সিনেমায় প্রিয়াঙ্কা সরকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সময়টা ২০০৮। রাজ চক্রবর্তীর 'চিরদিনই তুমি যে আমার' সিনেমার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে দারুণ পরিচিতি লাভ করেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার। এর পর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। একাধিক বাংলা ছবি আর ওয়েব সিরিজে কাজ করেছেন। এবার আরব সাগরের পাড়ে গড়ে তুলবেন নিজের ক্যারিয়ার। হ্যাঁ, বলিউড সিনেমায় অভিনয় করছেন তিনি। পরিচালক অনিক চৌধুরীর 'দ্য জেবরাস' সিনেমায় দেখা যাবে এ অভিনেত্রীকে।

এদিকে অভিনেতা রাহুলের সঙ্গে ভাঙা সম্পর্ক জোড়া লাগার সঙ্গে ক্যারিয়ারের নতুন দিক উন্মোচন হচ্ছে। তাই বলা যেতেই পারে, প্রিয়াঙ্কার জীবনে এখন খুশির মৌসুম। হিন্দি ছবির দুনিয়ায় পা রেখে কী বললেন প্রিয়াঙ্কা? তাঁর কথায়, 'দ্য জেবরাসের গল্পটা শুনেই আমার ভালো লেগেছিল। এটি ভীষণ ইউনিক আর ডেলিকেট সাবজেক্ট। এই গল্পে অনেকটা জায়গাজুড়ে রয়েছে এআই। এ সিনেমায় বর্তমান ফ্যাশন জগতের একটি দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আর আমি এখানে একজন মডেলের চরিত্রে অভিনয় করছি।'

তিনি আরও বলেন, 'এআই এখন কতটা প্রাসঙ্গিক আর আগামী দিনে এর কী রকম প্রভাব পড়তে পারে, সেই দিকটাই দর্শকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন নির্মাতা। কাজটি যখন শুরু হবে, অর্থাৎ ফ্লোরে গেলে আরও ভালোভাবে বিষয়টি বুঝতে পারব।'

সব ঠিক থাকলে নায়িকা আগামী বছর পা রাখতে চলেছেন বলিউডে। প্রিয়াঙ্কার বিপরীতে সিনেমাটিতে রয়েছে 'ফ্যামিলিম্যান' সিরিজখ্যাত সরিব হাসমির নাম। হাসমি মুস্কাইয়ের খ্যাতনামা সাংবাদিক জেড এ জোহরের ছেলে। ঝুলিতে রয়েছে 'স্লামডগ মিলিওনেয়ার', 'জব তক হায় জান', 'ভদকা ডায়েরি'র মতো ছবি।

পাকিস্তানকে হারিয়ে

যেসব রেকর্ড গড়ল ভারত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বৃষ্টির কারণে পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই দিনে গড়ানো ম্যাচটিতে বিশাল ব্যবধানে জয় পেয়েছে রোহিত-কোহলিরা। পাকিস্তানকে ২২৮ রানের ব্যবধানে হারানোর রাতে বেশ কিছু রেকর্ড গড়েছে ভারত। বিশেষ করে দিনটি ছিল বিরাট কোহলি ও লোকেশ রাহুলের। দুজনেই করেছেন অনবদ্য সেঞ্চুরি।

এদিন ওয়ানডে ক্রিকেটে ১৩ হাজার রানের ঘরে পৌঁছে গেছেন কোহলি। এই ফরম্যাটে দ্রুততম ব্যাটার হিসেবে এই অর্জন নিজের করে নিলেন তিনি। এ ছাড়া কোহলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শৈল্পিক ব্যাটিং করেছেন রাহুল। রাহুলের ৫৫ ম্যাচ ক্যারিয়ারে এটা ষষ্ঠ সেঞ্চুরি। গতকালই ২ হাজার রানের মাইলফলকও পাড়ি দিয়েছেন ভারতীয় এ তারকা।

ম্যাচটিতে হওয়া আরও বেশকিছু কেকর্ড তুলে ধরা যাক-

দ্রুততম ১৩ হাজার রান

দ্রুততম ব্যাটার হিসেবে ওয়ানডে ক্রিকেটে ১৩ হাজার রান করেছেন কোহলি। টপকে গেলেন কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকরকে, যিনি ৩২১ ইনিংসে ১৩ হাজার রান করেছিলেন।

পাকিস্তানের বিপক্ষে সর্বোচ্চ রানের জুটি

গতকাল ভারতের তৃতীয় উইকেট জুটিতে ২৩৩ রান করেন কোহলি এবং রাহুল। দুজনের অবিচ্ছিন্ন এই জুটির সংগ্রহ এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ। এ ছাড়া ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে রেকর্ড রানের জুটিও এটি। এর আগে ১৯৯৬ সালে ভারতের হয়ে নভজিত সিং সিন্ধু ও শচীন শারজাহতে ২৩১ রানের জুটি গড়েছিলেন।

পাকিস্তানের বিপক্ষে যৌথভাবে ভারতের দলীয় সর্বোচ্চ রান

পাকিস্তানের বিপক্ষে এদিন ওয়ানডে সর্বোচ্চ ৩৫৬ রান সংগ্রহ করেছে ভারত। এর আগে ভারত একই পুঁজি পেয়েছিল ২০০৫ সালে। একইসঙ্গে ফরম্যাটটিতে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে পাকিস্তানের বিপক্ষে সর্বোচ্চ দলীয় রানও এটি।

কোহলির এশিয়া কাপ রেকর্ড

এশিয়া কাপের ১৪টি ওয়ানডে ম্যাচে চার সেঞ্চুরিতে কোহলির রানের গড় ৬৭.১৮। এমনকি এতে তার স্ট্রাইকরেট এক শ'র ও বেশি। টুর্নামেন্টটিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ চারটি সেঞ্চুরি করেছেন কোহলি ও কুমার সাঙ্গাকারা। আরেক লঙ্কান ব্যাটার জয়সুরিয়া এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ ছয়টি সেঞ্চুরি করেছিলেন। যা ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে কোহলির সামনে।

এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ ছক্কার

রেকর্ড গড়লেন রোহিত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এশিয়া কাপের ইতিহাসে ওয়ানডে ফরম্যাটে সর্বোচ্চ ছক্কার মালিক হলেন ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

মঙ্গলবার কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪৮ বলে ৭টি চার ও ২টি ছক্কায় ৫৩ রান করেন রোহিত। ইনিংসে দুই ওভার বাউন্ডারিতে এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ ২৮ ছক্কার মালিক বনে যান রোহিত।

এতে পেছনে পড়ে যান পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার শহিদ আফ্রিদি। এশিয়া কাপে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৬ ছক্কা আছে আফ্রিদির। ২৩ ছক্কা নিয়ে তালিকার তৃতীয়স্থানে আছেন শ্রীলংকার সনাথ জয়সুরিয়া।

এদিন লঙ্কানদের বিপক্ষে আরও একটি মাইলফলক অর্জন করেন রোহিত শর্মা। ম্যাচে কসুন রাজিথার গুড লেংথ ডেলিভারিটি সোজা ব্যাটে হাওয়ায় তুলে দিলেন রোহিত। যা আছড়ে পড়ল সীমানার বাইরে। অসাধারণ এই শটে ছক্কা হাঁকিয়েই ওয়ানডেতে ১০ হাজারি ক্লাবে নাম লেখালেন ভারতীয় অধিনায়ক।

দ্রুততম ১০ হাজার রানের রেকর্ডটি দখলে আছে রোহিতের সতীর্থ বিরাট কোহলির। এই ক্লাবে ঢুকতে ২০৫ ইনিংস খেলেন তিনি। অন্যদিকে রোহিতকে খেলতে হয়েছে ২৪১ ইনিংস। যা কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার, সৌরভ গাঙ্গুলি, রিকি পন্টিং, জ্যাক ক্যালিসের থেকেও দ্রুততম।

পাকিস্তানি বোলারদের

সমালোচনায় রমিজ রাজা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের রিজার্ভ ডে-তেও হানা দিয়েছিল বৃষ্টি, তবে শেষ অবধি খেলার ফলাফল পাওয়া গেছে। ভারত বিরাট কোহলি ও লোকেশ রাহুলের সেঞ্চুরিতে ৩৫৬ রানের বড় টার্গেট ছুড়ে দেয় বাবর আজমদের। জবাব দিতে নেমে তার কাছাকাছিও যেতে পারেনি পাকিস্তান। সোমবার কলম্বোতে এশিয়া কাপের সুপার ফোরের ম্যাচে ভারতের কাছে ২২৮ রানে হেরেছে পাকিস্তান।

এমন হতাশাজনক পারফর্ম্যান্সের পর আরও একবার সরব হয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক তারকা রমিজ রাজা। হারিস রউফ, শাহিন আফ্রিদি আর নাসিম শাহদের গড়া বোলিং লাইনআপকে রীতিমতো ধুয়ে দিয়েছেন একসময়ের এই ওপেনিং ব্যাটার। দলের বোলারদের 'মিডিওকোর' আখ্যা দিতেও ছাড়েননি তিনি। নিজের ইউটিউব চ্যানেল রমিজ বলেন, 'অধিনায়ক বাবরের অনেক সমালোচনা হয় কিন্তু আমার কাছে পাকিস্তানি বোলারদের নেতিবাচক মানসিকতা স্পষ্ট। তারা নিজেরা যদি ফিল্ডিং সেট করতে না পারে, তাদের প্রয়োজনের সময় স্লিপ না রাখে তাহলে বাবরের কি দোষ? বোলারদের মানসিকতা উইকেট শিকারের মতো না। প্রথম ওভারেই ফিল্ডার বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে কোহলির মতো ব্যাটারকে সিঙ্গেল দেওয়া! পাকিস্তানকে বোলিং নিয়ে অনেক কাজ করতে হবে।'

পাকিস্তানি ফাস্ট বোলাররা যে পিচে রান দিয়েছেন, একই পিচে দারুণ সুইং দিয়ে পাকিস্তানের ব্যাটারদের অসহায় করে রেখেছিলেন ভারতের বোলাররা। বুমরাহ, সিরাজ, হার্দিকদের লাইন-লেন্থের সামনে রান তুলতে হিমশিম খেয়েছে বাবর আজমরা। একইসাথে চায়নাম্যান বোলার কুলদীপ যাদবের ৫ উইকেট পাকিস্তানকে দিয়েছে লজ্জাজনক হার।

ভারতীয় বোলারদের তাই কৃতিত্ব দিতে ভুল করেননি রমিজ, 'ভারতের বোলিং দুর্দান্ত ছিল। সুইং সিম মুভমেন্ট বল সঠিক জায়গায় ফেলা সব মিলিয়ে অসাধারণ ছিল। পাকিস্তানের ব্যাটাররা কিভাবে তাদের মোকাবিলা করবে তার কোন ক্লু ছিল না।'

রোনালদোকে ছাড়াই

পর্তুগালের সবচেয়ে বড় জয়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লুক্সেমবার্গকে নিয়ে একরকম ছেলেখেলাই করল পর্তুগাল। যদিও নিষেধাজ্ঞার কারনে এই ম্যাচে ছিলেন না ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। তবে তাকে ছাড়াই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচে নিজেদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জয়ের দেখা পেয়েছে পর্তুগাল।

এর আগে পর্তুগালের সর্বোচ্চ জয় ছিল ৮-০ গোলে। ১৯৯৪ ও ১৯৯৯ সালে লিখটেনস্টেইন এবং ২০০৩ সালে কুয়েতের বিপক্ষে এই ব্যবধানে জয় পায় তারা। কিন্তু আজ সেটা ছাড়িয়ে ইউরো বাছাইপর্বের ম্যাচে লুক্সেমবার্গকে হারিয়েছে ৯-০ গোলে।

আগের ম্যাচে স্লোভাকিয়া গোলরক্ষককে বুট দিয়ে আঘাত করায় হলুদ কার্ড পান রোনালদো। পরপর দুই ম্যাচে হলুদ কার্ড দেখায় লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে মাঠের বাইরেই থাকতে হয় ২৮ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডকে। তবে তার অভাব বুঝতে দেননি সতীর্থরা। এস্তাদিও ফারো স্টেডিয়ামে গোল উৎসবের ম্যাচে জোড়া গোল করেন গনসালো ইনাসিও, গনসালো রামোস ও দিয়োগো জতা। এছাড়া একটি করে গোল এসেছে রিকার্দো হোর্তা, ব্রুনো ফের্নান্দেস ও জোয়াও ফেলিক্সের পক্ষ থেকে। রেকর্ড গড়া জয়ের পর পর্তুগাল কোচ রবার্তো মার্তিনেস বলেন, 'নিখুঁত পারফরম্যান্স ছিল কারণ খেলার শুরু থেকে শেষ মিনিট পর্যন্ত খেলোয়াড়রা একই মনোভাবে খেলেছে। শুধু আক্রমণ নয়, ক্লিনশিট রাখতেও একাগ্র ছিল তারা। কোচ হিসেবে খেলোয়াড়দের এমন মনোভাব আমার সত্যিই ভালো লেগেছে এবং পর্তুগিজ ফুটবলের ইতিহাসে তাদের স্থান রয়েছে।'

ভারতের কাছে এমন হারকে

'উপহার' হিসেবে দেখছে পাকিস্তান

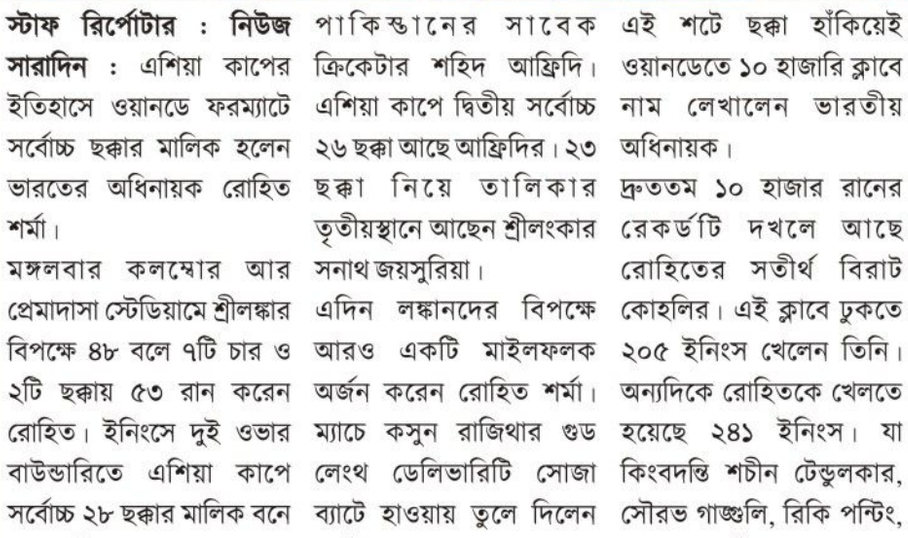

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের রিজার্ভ ডে-তেও বৃষ্টির হানা, তবে শেষ অবধি খেলার ফলাফল পাওয়া গেছে। ভারত বিরাট কোহলি ও লোকেশ রাহুলের সেঞ্চুরিতে ৩৫৬ রানের বড় টার্গেট ছুড়ে দেয় বাবর আজমদের। জবাব দিতে নেমে তার কাছাকাছিও যেতে পারেনি পাকিস্তান। সোমবার কলম্বোতে এশিয়া কাপের সুপার ফোরের ম্যাচে ভারতের কাছে ২২৮ রানে হেরেছে পাকিস্তান। এমন হারের পরও ভারতের কাছে কৃতজ্ঞ পাকিস্তান হেড কোচ গ্র্যান্ট ব্র্যাডবার্ন। নির্ধারিত দিনে (রবিবার) বৃষ্টির বাগড়ার পর সোমবার (১১ সেপ্টেম্বর) রিজার্ভ ডেতে গড়ায় ভারত-পাকিস্তানের সুপার ফোরের ম্যাচ। এদিন প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে পাকিস্তানি বোলারদের তুলোধুনো করে জোড়া ফিফটি আর জোড়া সেঞ্চুরিতে ২ উইকেটে ৩৫৬ রানের বড় সংগ্রহ পায় ভারত। অন্যদিকে, বড় টার্গেট তাড়া করতে নেমে মুখ থুবড়ে পড়ে পাকিস্তানের ব্যাটিং। ভারতীয় বোলারদের তোপে বাবর আজমরা থেমেছে মোটে ১২৮ রানে। আর তাতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিদের বিপক্ষে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে (২২৮) হারের লজ্জাও পেল পাকিস্তান। ভারতের বিপক্ষে বড় ব্যবধানে হারকে বিশ্বকাপের আগমুহূর্তে 'সতর্কবার্তা' হিসেবে দেখছেন বাবরদের কোচ গ্র্যান্ট ব্র্যাডবার্ন। এমনকী যথাসময়ে এমন ধাক্কাকে উপহার হিসেবে দেখছেন তিনি! নিউজিল্যান্ডের এই কোচ বলেন, আমরা গত তিন মাস ধরে একটি ম্যাচও হারিনি। তাই এটি (ভারতের বিপক্ষে হার) একটি সময়োপযোগী সতর্কসংকেত। আমাদের প্রতিনিয়ত নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিতে হবে। আমাদের কাছে গত দুই দিনে এটি উপহার।

ব্যাট-বলে ভারতের কাছে পাত্তাই পায়নি পাকিস্তান। ব্র্যাডবার্নও সেটি স্বীকার করলেন অকপটে। তিনি বলেন, আমরা খেলার প্রতিটি বিভাগেই হেরেছি। কোনো অজুহাত নেই। গত দুই দিনে আমরা যথেষ্ট ভালো খেলিনি। এবারের এশিয়া কাপে প্রথম দেখায় ভারতীয় টপ অর্ডার একাই গুড়িয়ে দিয়েছিলেন শাহিন আফ্রিদি। বৃষ্টিতে খেলা পণ্ড হওয়ার আগে ভারত অলআউট হয় ২৬৬ রানে। তবে দ্বিতীয়বার মুখোমুখিতে উল্টো পাক পেসারদের ওপর চড়াও হয়েছে রোহিত-গিল ও কোহলিরা। অবশ্য এ নিয়ে তেমন অবাক হননি নিউজিল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার গ্র্যান্ট ব্র্যাডবার্ন। বলেন, অবশ্যই চমক ছিল না। সবাই দেখেছে আমাদের বোলিং আক্রমণ কতটা প্রাণঘাতী এবং ভালো দলগুলো সেটাকে মোকাবিলা করতেই চাইবে।

পাকিস্তানের ব্যাটিং ব্যর্থতা নিয়ে এই কোচ বলেন, আমাদের ব্যাটাররা নিয়মিত রান পাচ্ছেন না। তবে তাদের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। তারা আবারও ঠিকই ঘুরে আসবে।

পাকিস্তানের হারকে 'অপমানজনক'

বললেন শোয়েব আখতার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এশিয়া কাপে সুপার ফোরের ম্যাচে দাপুটে খেলে পাকিস্তানকে উড়িয়ে দিয়েছে ভারত। ৩৫৬ রানের জবাবে পাকিস্তানের ইনিংস থেমে যায় ১২৮ রানে। ফলে ভারত জিতে যায় ২২৮ রানে। ওয়ানডে ক্রিকেটে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এটাই রানের বিচারে ভারতের সবচেয়ে বড় জয়।

এমন হারকে 'অপমানজনক' বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের সাবেক ফাস্ট বোলার শোয়েব আখতার। তবে এক ম্যাচ হেরে পাকিস্তান খারাপ দল হয়ে যায়নি বলেও মনে করেন তিনি।

গতকাল ম্যাচ শেষে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে শোয়েব আখতার বলেন, পাকিস্তান বেশ অপমানজনকভাবে হেরেছে। পাকিস্তান ১২৮ রানে অলআউট হয়েছে। এটা খুবই আশঙ্কাজনক ব্যাপার। এত ভালো ব্যাটিং উইকেটে পাকিস্তান টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত কেন নিল? আর এত ভালো দল ভারতকে ম্যাচে ফেরার সুযোগ কেন দিল? এই সিদ্ধান্ত আমার কাছে একটু অদ্ভুতই ঠেকেছে। এর ফলও এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।

তবে এক ম্যাচের কারণে পাকিস্তানকে খারাপ দল বলতেও নারাজ শোয়েব। তিনি বলেন, এক ম্যাচ দিয়েই পাকিস্তানকে বাতিল করা যাবে না। যেমন এক ম্যাচ দিয়ে ভারতকেও বাতিল করার সুযোগ নেই। ভারতকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। এই জয় তাদের খুব ভালোভাবেই প্রাপ্য ছিল। তারা দুর্দান্ত খেলেছে।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বলিভিয়াকে

পাত্তাই দিলো না আর্জেন্টিনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিভিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আর্জেন্টিনার স্কোয়াডে ছিলেন না দলের সবচেয়ে বড় তারকা লিওনেল মেসি। তবে মেসিকে ছাড়াই জয় তুলে নিল স্ক্যালোনির শিষ্যরা।

১২ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে বলিভিয়াকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে আর্জেন্টিনা। দলের পক্ষে একটি করে গোল করেছেন এনজো ফার্নান্দেজ, নিকোলস তাগলিয়াফিকো ও নিকোলাস গঞ্জালেস।

পুরোপুরি সুস্থ না হওয়ায় বলিভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের একাদশে ছিলেন না লিওনেল মেসি। তাকে ছাড়াই ৪-৩-৩ ফরম্যাশনে দল সাজান কোচ স্ক্যালোনি। পরিকল্পনায় সফল কাতার বিশ্বকাপ জয়ী কোচ। আগের ম্যাচে ইকুয়েডরকে হারানোর পর এবার বলিভিয়ার বিপক্ষেও জয় তুলে নিয়েছেন তিনি।

বলিভিয়ার লা পাজে ৩১ মিনিটে গোলের খাতা খুলে আর্জেন্টিনা। অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়ার অ্যাসিস্ট থেকে এ সময় গোল করেন এনজো ফার্নান্দেজ। গঞ্জালেসকে মারাত্মকভাবে ফাউল করায় ৩৮ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন বলিভিয়ার রবার্তো ফার্নান্দেজ। ফলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় তারা।

১০ জনের দল পেয়ে প্রথমার্ধে আরও একটি গোল করে আর্জেন্টিনা, এবারও বলের যোগানদাতা মারিয়া। তবে স্কোরশিটে নাম তুলেন তাগলিয়াফিকো। ২-০ গোলের লিড নিয়ে বিরতিতে যাওয়া আর্জেন্টিনা পরের গোলটি পায় ম্যাচের ৮৩ মিনিটে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR